ও আকাশ ও বিহঙ্গ

ও আকাশ ও বিহঙ্গ ২ ও আকাশ ও বিহঙ্গ ৩

ও আকাশ ও বিহঙ্গ ৪ ও আকাশ ও বিহঙ্গ ৫

ও আকাশ ও বিহঙ্গ ৬ ও আকাশ ও বিহঙ্গ ৭

ও আকাশ ও বিহঙ্গ ৮ ও আকাশ ও বিহঙ্গ ৯

ও আকাশ ও বিহঙ্গ ১০ ও আকাশ ও বিহঙ্গ ১১

ও আকাশ ও বিহঙ্গ ১২ ও আকাশ ও বিহঙ্গ ১৩

ও আকাশ ও বিহঙ্গ ১৪ ও আকাশ ও বিহঙ্গ ১৫

ও আকাশ ও বিহঙ্গ ১৬ ও আকাশ ও বিহঙ্গ ১৭

ও আকাশ ও বিহঙ্গ ১৮ ও আকাশ ও বিহঙ্গ ১৯

ও আকাশ ও বিহঙ্গ ২০ ও আকাশ ও বিহঙ্গ ২১

ও আকাশ ও বিহঙ্গ ২২ ও আকাশ ও বিহঙ্গ ২৩

ও আকাশ ও বিহঙ্গ ২৪ ও আকাশ ও বিহঙ্গ ২৫

নিশিকুটুম্ব ২ নিশিকুটুম্ব ৩ নিশিকুটুম্ব ৪

নিশিকুটুম্ব ৫ নিশিকুটুম্ব ৬ নিশিকুটুম্ব ৭

নিশিকুটুম্ব ৮ নিশিকুটুম্ব ৯ নিশিকুটুম্ব ১০

নিশিকুটুম্ব ১১ নিশিকুটুম্ব ১২ নিশিকুটুম্ব ১৩

নিশিকুটুম্ব ১৪ নিশিকুটুম্ব ১৫ নিশিকুটুম্ব ১৬

নিশিকুটুম্ব ১৭ নিশিকুটুম্ব ১৮ নিশিকুটুম্ব ১৯

নিশিকুটুম্ব ২০ নিশিকুটুম্ব ২১ নিশিকুটুম্ব ২২

নিশিকুটুম্ব ২৩ নিশিকুটুম্ব ২৪ নিশিকুটুম্ব ২৫

নিশিকুটুম্ব ২৬ নিশিকুটুম্ব ২৭ নিশিকুটুম্ব ২৮

নিশিকুটুম্ব ২৯ নিশিকুটুম্ব ৩০ নিশিকুটুম্ব ৩১

নিশিকুটুম্ব ৩২ নিশিকুটুম্ব ৩৩ নিশিকুটুম্ব ৩৪

নিশিকুটুম্ব ৩৫ নিশিকুটুম্ব ৩৬ নিশিকুটুম্ব ৩৭

স্বতন্ত্র সনেট ২ স্বতন্ত্র সনেট ৩ স্বতন্ত্র সনেট ৪

স্বতন্ত্র সনেট ৫ স্বতন্ত্র সনেট ৬ স্বতন্ত্র সনেট ৭

স্বতন্ত্র সনেট ৮ স্বতন্ত্র সনেট ৯ স্বতন্ত্র সনেট ১০

স্বতন্ত্র সনেট ১১ স্বতন্ত্র সনেট ১২ স্বতন্ত্র সনেট ১৩

স্বতন্ত্র সনেট ১৪ স্বতন্ত্র সনেট ১৫ স্বতন্ত্র সনেট ১৬

ও আকাশ ও বিহঙ্গ

আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু

অনলাইনে অর্ডার করতে
http://nalonda.com.bd

কলকাতায় পরিবেশক
বইবাংলা
স্টল ১৭, ব্লক ২, সূর্য সেন স্ট্রিট
কলেজ স্কোয়ার দক্ষিণ, কলকাতা ৭০০০১২
ফোন : +৯১৭৯০৮০৭১৭৬৫ (কলকাতা)

ও আকাশ ও বিহঙ্গ	আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু
প্রকাশক	রেদওয়ানুর রহমান জুয়েল নালন্দা ৩৮/৪ বাংলাবাজার (মান্নান মার্কেট) ৩য় তলা ঢাকা-১১০০
প্রচ্ছদ	সজল চৌধুরী
প্রথম প্রকাশ	ফেব্রুয়ারি ২০২৪
মুদ্রণ	শামীম প্রিন্টিং প্রেস
বর্ণবিন্যাস	নালন্দা কম্পিউটার বিভাগ
মূল্য	৭৫০.০০ টাকা মাত্র
যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক	মুক্তধারা জ্যাকসন হাইটস নিউইয়র্ক
©	Writer
O Akash O Bihonggo *(A Travel History By)*	Anwar Hossain Manju
Publisher	Redwanur Rahman Jewel Nalonda 38/4 Banglabazar (Mannan Market) 2nd Floor Dhaka-1100
Cover Design	Shazal Chowdhury
First Published	February 2024
Printers	Shameem Printing Press
Compose & Make-up	Nalonda Computer Department
Price	750.00 Taka Only
ISBN	978-984-98390-3-3
E-mail	nalonda71@gmail.com

উ ৎ স র্গ

তাদের স্মৃতির উদ্দেশে
যারা বিভিন্ন দেশে আমার ভ্রমণ ও অবস্থানকে সহজ করতে সহায়তা করেছেন
এবং
এখন পরলোকে বাস করছেন।

সূ চি প ত্র

ভূমিকা # ৯
ও আকাশ ও বিহঙ্গ # ১৩
এখনও দুজন দুজনকে পেতে চাই # ১৬২
পঁচিশ বছর পর স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে # ১৬৬
করোনার ‘হাই রিস্ক এরিয়া’ থেকে ফিরে আসা # ১৮২
হেমন্তের পোকোনো মাউন্টেন # ১৮৯
আপস্টেট নিউইয়র্কের পর্বতে দুই দিন দুই রাত # ১৯৪
পায়ে হেঁটে ‘কুইন্সবরো ব্রিজ’ অতিক্রম # ১৯৯
সেক্রামেন্টোর ডা. ড্যানের দুই লাখ খতনা # ২০৩
সিন্ধু থেকে কাশ্মীর # ২০৭
আমাকে ক্ষমা করো প্রভু # ২৩৩
বাবরি মসজিদ ধ্বংস ও ভারত সন্ধানে # ২৪৭
হ্যামিলনের বংশীবাদক # ৩২৭

ভূমিকা

পেশাগত দায়িত্ব পালন, পড়াশোনা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং ভ্রমণের উদ্দেশে আমার বেশ কিছু দেশে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে। এখন থেকে ঠিক চল্লিশ বছর আগে ১৯৮৩ সালে আমি যখন প্রথমবারের মতো বিদেশে যাই, তখন মনে নানা সংশয় ও শঙ্কা কাজ করেছে। আমার প্রথম গন্তব্য খুব কাছের ছিল না। ঢাকা থেকে কলকাতা-দিল্লি-ফ্রাঙ্কফুর্ট হয়ে কমিউনিস্টদের দ্বারা নির্মিত উঁচু প্রাচীর বেষ্টিত অবরুদ্ধ নগরী পশ্চিম বার্লিন। বিমানযোগে ভ্রমণের এটাই ছিল আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। যাত্রা শুরুর আগে এ পথে ভ্রমণ করেছেন, এমন কোনো পরিচিত ব্যক্তিকে পাইনি। এক এক গন্তব্যে যেতে ভিন্ন ভিন্ন এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট। ঢাকা থেকে বাংলাদেশ বিমানে কলকাতা, কলকাতা থেকে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সে দিল্লি, সেখান থেকে জার্মানির লুফথানসা'য় ফ্রাঙ্কফুর্ট এবং সেখান থেকে প্যান্অ্যামের বিমানের পশ্চিম বার্লিন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই দীর্ঘ পথ নির্বিঘ্নে পাড়ি দিয়েছি। এক রাত দিল্লিতে, আরেক রাত আকাশে কাটিয়ে সকাল বেলায় পশ্চিম বার্লিনের টেগেল এয়ারপোর্টে আমাকে রিসিভ করতে আসা এক জার্মান ভদ্রলোককে পেয়ে স্বস্তি বোধ করেছি। এর পরের তিন মাসে জার্মানির বেশ কয়টি সিটিতে বিমানযোগে যাতায়াত করার সুযোগে বিমান ভ্রমণ আমার জন্য সহজ-স্বচ্ছন্দ হয়ে গিয়েছিল।

কাউকে যদি ভ্রমণের নেশায় পেয়ে বসে, তাকে ঘরে আটকে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। পুরানো দিনের বিশ্ব পরিব্রাজক— ইবনে বতুতা, মার্কো পোলো, হিউয়েন সাং, নিকোলাও মানুচিসহ অনেক বিশ্ব পরিব্রাজকের ভ্রমণ কাহিনি পাঠ করে আমার তাই মনে হয়েছে। কিন্তু আধুনিক বিশ্বব্যবস্থা স্বাধীনভাবে ভ্রমণের বড়ো প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছে। এক দেশের নাগরিক আরেক দেশে যেতে চাইলে তাকে উভয় রাষ্ট্রের আইন ও বিধিব্যবস্থা অনুসরণ করতে হয়। ভ্রমণের ইচ্ছা জাগলেও হুট করে কোথাও যাওয়া যায় না। তাছাড়া মানুষের জীবন এত জটিল হয়ে পড়েছে যে প্রয়োজন ছাড়া অনেকের পক্ষেই পরিবার ছেড়ে দীর্ঘ সময় অন্যত্র কাটানো সম্ভব হয় না। এসব সত্ত্বেও

এখন অতীতের তুলনায় এক দেশ থেকে অন্য দেশে মানুষের যাতায়াত বেড়েছে মুখ্যত সম্পদশালী দেশগুলোতে শ্রমিকের প্রয়োজনে, যাকে এক অর্থে প্রাচীন দাস প্রথার আধুনিক রূপান্তর বলা চলে। পুরানো দিনের দাসত্ব ছিল জবরদস্তি করে শ্রম আদায় করা, কিন্তু এখন শ্রমজীবী মানুষ সামান্য অর্থের বিনিময়ে পরদেশে গিয়ে শ্রম দেওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করে। তাদের আয়ে অনেক দেশের অর্থনীতি টিকে থাকে। বিশ্বজুড়ে বিপুল সংখ্যায় শ্রমজীবী মানুষের এই প্রবাহের কারণে এক অর্থে বিদেশে ভ্রমণ সহজ হলেও স্বল্প সামর্থ্যের মানুষের জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে ভ্রমণের বাণিজ্যিককরণের কারণে। আমার ভ্রমণের অধিকাংশই ছিল কোনো না কোনো সংস্থার আয়োজিত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবস্থানকাল তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ। সেজন্য মানুষের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশে ভিন্ন দেশ ও সমাজকে জানার সুযোগ পেয়েছি বেশি।

বর্তমান প্রজন্মের কেউ যখন আমার ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠ করবেন, তাকে খেয়াল রাখতে হবে যে, আমার অধিকাংশ ভ্রমণের সময়কালে মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট প্রযুক্তি, ই-মেইল, ফেসবুক, ম্যাসেঞ্জার, ভাইবার, হোয়াটসঅ্যাপ, টুইটার, ইন্সট্রাগ্রাম, গুগল, ইয়াহু, জিপিএস ইত্যাদি ছিল না। টেলিফোনে এক দেশ থেকে আরেক দেশে কথা বলা ছিল ব্যয়বহুল এবং অনেক ক্ষেত্রে ঘন্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেও টেলিফোনে যোগাযোগ করা সম্ভব হতো না। ডাকযোগে চিঠিপত্র পাঠানোই ছিল যোগাযোগের মাধ্যম। সেই পিছিয়ে থাকা সময়ের চিত্র এ সময়ে কল্পনা করে কেউ যদি পেছনের সময়কে বুঝতে চান, তার কাছে আমার ভ্রমণ কাহিনি উপভোগ্য হতে পারে। আমার বিবরণীর কিছু অংশ ইতঃপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। পাঠকরা তা সাদরে গ্রহণ করেছেন। আমার ভ্রমণ কাহিনির প্রথম অংশ আমেরিকা কেন্দ্রিক এবং এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯২ সালে। প্রথম সংস্করণের ভূমিকা লিখেছিলেন বাংলা ভাষার অন্যতম প্রধান কবি আল মাহমুদ। সেজন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। পাঠকদের কাছে তাঁর লেখা ভূমিকা উপস্থাপন করতে চাই :

"বাংলাদেশের সমকালীন সাংবাদিকতা ও সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত প্রতিভাবান ব্যক্তিদের মধ্যে আনোয়ার হোসেইন মঞ্জুর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। নতুন উদ্ভাবনা, বাহুল্যবর্জিত নির্ভরযোগ্য প্রতিবেদন, দৃষ্টিভঙ্গির আধুনিকতা এবং সর্বোপরি সম্পাদনার পরিশ্রমসাধ্য দায়িত্ব পালনেও তার সফলতা আমাদের ইতঃপূর্বে মুগ্ধ

করেছে। কিছুকাল আগে আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা রয়টারের ফেলোশিপ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের একটি সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ কোর্স ও ভ্রমণসূচি সমাপ্ত করে দেশে প্রত্যাবর্তন করে তার অভিজ্ঞতালব্ধ একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। বইটিতে লেখকের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, স্থান ও কালের বিবরণ এবং যে বিশ্লেষণ ভঙ্গি রয়েছে তা এক কথায় অপূর্ব। প্রবাসে থাকাকালে বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং সেমিনারে তার মেলামেশা ও অংগ্রহণের যে চিত্র বইটিতে ফুটেছে তা যেকোনো পাঠকের জন্যই শিক্ষণীয় বিষয়। তাছাড়া আনোয়ার হোসেইন মঞ্জুর লেখার গুণে অনেক নিরস তথ্য-ভারাক্রান্ত বিষয়ও সহজতর সাহিত্য গুণসম্পন্ন বিবরণে পরিণত হয়েছে। এ বইটি শুধু তরুণ উদীয়মান সাংবাদিকদেরই অবশ্য পাঠ্য বই হিসেবে বিবেচিত হবে এমন নয়। আমার ধারণা, যেকোনো রসজ্ঞ পাঠককেই বইটি অনেক অজানা বিষয়ের সাধ গ্রহণে সহায়তা করবে। আমি নিজে বইটি পাঠ করে আমার যৎসামান্য মেধাকে সমৃদ্ধ করার সুযোগ পেয়েছি।"

আমেরিকায় আমার ভ্রমণবৃত্তান্ত ছাড়াও 'ও আকাশ ও বিহঙ্গ' এর বর্তমান সংস্করণে জার্মানি, সৌদি আরব, পাকিস্তান ও ভারত ভ্রমণের কাহিনি সংযোজিত হয়েছে। আশা করি, ভ্রমণ কাহিনিগুলো পাঠকদের ভালো লাগবে।

আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু
নিউইয়র্ক, নভেম্বর ১৩, ২০২৩

ও আকাশ ও বিহঙ্গ

আলো আল্টো, ক্যালিফোর্নিয়া
সেপ্টেম্বর ৮, ১৯৮৮

স্পেনিশ ভাষায় 'এল কামিনো রিয়েল' এর অর্থ 'কিংস রোড' বা রাজপথ। ষোড়শ শতাব্দীতে মেক্সিকো হয়ে যে পথ ধরে স্পেনিশরা আমেরিকায় এসেছিল তাদের উপনিবেশ স্থাপন করতে এবং সোনা ও রুপা আহরণ করে তাদের দেশকে পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে, সেই পথ এখনও তাদের স্মৃতি বহন করছে। স্যান ফ্রান্সিসকো থেকে ত্রিশ মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে ছোট শহর পালো আল্টো মাঝ দিয়ে গেছে প্রশস্ত এই রাজপথ। তার পাশেই একটি হোটেলে আমাকে রেখে গেছেন হ্যারি এন প্রেস। প্রোগ্রামের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। গতকাল দুপুর ১২টার দিকে এসে লম্বা ঘুম দিয়েছি। রাত ৯টার দিকে ঘুম ভাঙতেই প্রচণ্ড ক্ষুধা অনুভব করি। মোটেলে খাবার ব্যবস্থা নেই। অচেনা জায়গায় সন্ধ্যার পর খাবার কিনতে বের হবো, এমন ইচ্ছেও হলো না।

ঢাকার কথা খুব মনে পড়ছে। বন্যার পানিতে ভাসছে পুরো ঢাকা, নিচু এলাকাগুলোর বাড়িঘর পানির নিচে। শুধু ঢাকা নয়, প্রায় সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে একই দৃশ্য। জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের রানওয়ের অধিকাংশই ডুবে যাওয়ায় সব আন্তর্জাতিক ফ্লাইট বাতিল হয়েছে। আমার নির্ধারিত সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটও এর মধ্যে পড়েছে। বাংলাদেশ বিমান এফ-২৭ ও এফ ২৮ ফকার ফ্রেন্ডশিপ বিমান দিয়ে অভ্যন্তরীণ কয়েকটি রুট ও কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছে। কলকাতা হয়ে সিঙ্গাপুর পৌঁছতে পারলেই আমি নির্ধারিত সময়ে আমি আমার চূড়ান্ত গন্তব্য স্যান ফ্রান্সিসকো সিটিতে পৌঁছতে পারব। বিমানের জনসংযোগ বিভাগের সহকারী ম্যানেজার মালেক ভাইকে বললাম আমাকে কলকাতার একটি টিকেটের ব্যবস্থা করে দিতে। মালেক ভাই বেশ দৌড়াদৌড়ি করে আমাকে পরদিনের, অর্থাৎ ৬ সেপ্টেম্বর তারিখের একটি টিকেট সংগ্রহ করে দেন। সকাল সাড়ে ৭টার ফ্লাইট ধরতে ঘর থেকে বিদায় নিয়ে বের হতে হলো রাত তিনটায়। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। কলকাতা পৌঁছতে সাড়ে ৮টা বাজল।

কলকাতা থেকে সিঙ্গাপুরের ফ্লাইট সকাল সাড়ে ১০টায় নির্ধারিত ছিল। ফ্লাইটটি বাংলাদেশ বিমানের। আমাদের নিয়ে বিমান আকাশে উড়েছিল বিকেল সাড়ে তিনটায়। এটিই ব্যাঙ্কক হয়ে সিঙ্গাপুর যাবে। পৌনে তিন ঘণ্টায় বিমান ব্যাঙ্কক পৌঁছল। বহু যাত্রী নেমে গেল ব্যাঙ্ককে। বিশাল ডিসি-১০ বিমান একদম ফাঁকা। একজন কেবিন ক্রু জানালেন, মাত্র ৪৯ জন যাত্রী নিয়ে আমাদের সিঙ্গাপুর যেতে হচ্ছে। এবার আকাশপথের দূরত্ব আড়াই ঘণ্টার। সিঙ্গাপুর এয়ারপোর্টে পৌঁছলাম রাত ১১টায়। আমার মূল টিকিটে সিঙ্গাপুরে রাত কাটানোর জন্য হোটেলের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের টিকেট বাতিল করায় হোটেলের রিজার্ভেশনও বাতিল হয়েছে। এয়ারপোর্টেই বসে, হাঁটাহাটি করে, কফি ও জুস পান করে রাত কাটিয়ে দিলাম। সকালে ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট। সিঙ্গাপুর থেকে প্রায় চার ঘণ্টায় হংকং পৌঁছলাম। সেখানে বিমান থেকে অবতরণ করে ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সের আরেকটি বিমানে উঠতে হলো। হংকং থেকে টানা সাড়ে ১৩ ঘণ্টার আকাশপথ পাড়ি দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলে স্যান ফ্রান্সিসকো এয়ারপোর্টে অবতরণ করলাম সকাল সাড়ে ১০টার দিকে। ইমিগ্রেশন ও কাস্টমসের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যখন গেট দিয়ে বের হলাম, তখন আমাকে কেউ স্বাগত জানাল না। এয়ারপোর্টে কেউ আমাকে রিসিভ করবে বলে জানানো হয়েছিল। কী করব ভাবতে ভাবতে ট্রলিটা ঠেলে একটু ফাঁকা জায়গায় এলাম। বারবার গেটের সামনে ভিড়ের দিকে তাকাচ্ছিলাম। মিনিট দশেক পর হঠাৎ চোখে পড়ল বুড়ো মতন এক ভদ্রলোক অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে আগত যাত্রীদের দেখছেন। তাঁর হাতে একটি বোর্ডে ইংরেজি ক্যাপিট্যাল লেটারে লেখা STANFORD UNIVERSITY. তিনি নিশ্চয়ই আমার প্রতীক্ষা করছেন। উৎসাহিত হয়ে ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলাম তাঁর কাছে। হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমার নাম বললাম। ভদ্রলোক আনন্দে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। তার নাম হ্যারি প্রেস। বললেন, 'তোমার দেশে ভয়াবহ বন্যার কারণে তুমি ঠিক সময়ে আসতে পারবে কি না আমরা নিশ্চিত ছিলাম না। লন্ডন থেকে রয়টার্সের কোরিনা স্টোয়েলও জানিয়েছে, তারা ঢাকায় তোমাকে ট্রেস করতে পারছে না। অথচ ইউনাইটেড এয়ারলাইন্স বলছে তুমি তাদের কনফার্মড প্যাসেঞ্জার। সেজন্য ছুটে এসেছি এয়ারপোর্টে।'

আমাকে টার্মিনালের গেটে অপেক্ষা করতে বলে তিনি তাঁর গাড়ি আনতে গেলেন এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরে এলেন। আমেরিকায় বসেও তিনি বাংলাদেশে বন্যার ভয়াবহতা আঁচ করতে পেরেছেন। বিশেষ করে বাংলাদেশ থেকে যখন একজন তাদের প্রোগ্রামে অংশ নিতে আসছে, তার এসে না পৌঁছা পর্যন্ত উদ্বিগ্ন থাকারই কথা। এই মহা-দুর্যোগের মধ্যেও যে আমি দেশ থেকে বের হতে পেরেছি তাতে তিনি অবাক হয়েছেন। গাড়ি ড্রাইভ করতে করতে

তিনি বললেন, 'আঠারো জনের মধ্যে দুজন ফেলো এখনও আসেনি। তবে কয়েকদিনের মধ্যে ওরা চলে আসবে।' মাঝে মাঝে পথের পাশে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোর বর্ণনা দিচ্ছিলেন তিনি। আধা ঘণ্টার মধ্যে আমরা একটি মোটেলে পৌঁছলাম। ছোট্ট সুন্দর হোটেল 'রিভিয়েরা মোটর লজ'। আমি ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে সবার সঙ্গে পরিচিত হতে চাই কি না জানতে চাইলেন মি. হ্যারি। তখন কোথাও যেতে ইচ্ছে করছিল না। টানা ৫০ ঘণ্টা জার্নি করেছি। শরীর ভেঙে পড়ছিল। ঘুমে দুচোখ বুজে আসছিল। হ্যারি তাঁর বাড়ি ও অফিসের ফোন নম্বর দিয়ে বিদায় নিতেই আমি রুমের দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙতেই ফোন করলাম আকরামের কাছে। আকরাম বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। চার বছর যাবৎ ওয়াশিংটনের পুলম্যানে ওয়াশিংটন স্টেট ইউনিভার্সিটিতে আছে। মাস্টার্স করার পর পিএইচডি করছে। ওর সাথে কথা বলার পর নিউইয়র্কে ডিউকে ফোন করলাম। ডিউ ঘরে নেই। আমার হোটেলের ফোন ও রুম নম্বর দিয়ে রাখলাম। ঘণ্টা দুয়েক পর একটা ফোন এলো, খোকন ভাই। ডিউ-এর খোকন মামা। কথা বললাম। আমেরিকায় চলাফেরার অনেক কায়দাকানুন শেখালেন তিনি। ফোন রেখে দেওয়ার পর ক্ষুধা আরও তীব্র মনে হলো। আম্মা একটা প্যাকেটে নারকেলে নাড়ুসহ কিছু শুকনো খাবার দিয়েছেন। ব্যাগ হাতড়ে প্যাকেটটা পেলাম। কিছু খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করে টিভি অন করলাম। সব কয়টি চ্যানেলে মারদাঙ্গা মুভি চলছে। ভালো লাগল না। এর চেয়ে সকাল পর্যন্ত ঘুমালে কাজে লাগবে।

ভোরের অন্ধকার থাকতেই ঘুম ভাঙল। ফজর নামাজ পড়ে হোটেল থেকে রাস্তায় বের হলাম। রাস্তা শূন্য। দুই-একটা গাড়ি চলছে। দীর্ঘ ঘুমের পর শরীর-মন ঝরঝরে। পরশু এমনি সকালে ঢাকায় ছিলাম। এখন আমেরিকার রাস্তায় হাঁটছি। হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার পাশে একটি বড় স্টোর পড়ল, এরা বলে গ্রোসারি। হ্যারি গতকাল এটির পাশ দিয়েই আমাকে এনেছেন। বলেছেন, স্ট্যানফোর্ডের সবাই এখানে কেনাকাটা করে। দিনরাত ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকে। বছরের কোনোদিন বন্ধ থাকে না। সকালের ফুরফুরে বাতাস আমার ক্ষুধা তীব্র করে তুলেছে। স্টোরে ঢুকে কিছু শুকনো খাবার ও ফল কিনে হোটেলে ফিরে এলাম। নাশতাটা ভালো হলো। এক কাপ চা অথবা কফির কথা ভাবলাম। কিন্তু এখানে কোনোটাই পাবো না।

সকাল নয়টার দিকে হ্যারির অফিসে ফোন করলাম। ধরলেন এক মহিলা। 'গুড মর্নিং' বলে নিজের পরিচয় দিয়ে হ্যারিকে চাইলাম। মহিলা যেন কতদিনের চেনা, 'হাই আনোয়ার। আই অ্যাম র‍্যালি ওয়েনার। হ্যারি টোল্ড মি অ্যাবাউট ইউ। আই হ্যাভ বিন ওয়েটিং ফর ইয়োর কল। তা তোমার ভালো

ঘুম হয়েছে? হ্যারি তোমাকে আনতে যাবে।' আমি কিছু বলার আগেই কল ট্রান্সফার করলেন হ্যারির কাছে। হ্যারি বললেন, "গুড মর্নিং আনোয়ার। আশা করি ভালো ঘুম হয়েছে তোমার। রাতে তোমাকে আর ডিসটার্ব করিনি। ব্রেকফাস্ট করেছ? রেডি হয়ে হোটেলের সামনে দাঁড়াও। আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছি।"

রেডিই ছিলাম। বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। হ্যারি এলেন ঠিক পাঁচ মিনিট পর। গাড়িতে উঠলাম। এল কামিনো রিয়েল ডানে মোড় নিয়ে পাম ড্রাইভে পড়লাম। দুপাশে পাম গাছের সারি। সেজন্যই রাস্তার এই নাম। পাম ড্রাইভ শেষ হলো ওভালে। ডিম্বাকৃতির বিশাল একটি সবুজ লনের দুপাশ দিয়ে রাস্তা গিয়ে মিশেছে ইউনিভার্সিটির মূল ভবন কোয়াড্রেঙ্গেলে, অর্থাৎ আয়তকার ভবন এলাকায়। সংক্ষেপে বলা হয় 'কোয়াড'। হ্যারি সব বর্ণনা দিচ্ছিলেন। ওভালের পাশে গাড়ি পার্ক করে কোয়াডের বাম পাশের একটি ভবনে দরজা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করলাম। এটি কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্ট। চতুর্থ তলায় জন এস নাইট ফেলোশিপ প্রোগ্রামের অফিস, লাউঞ্জ, সেমিনার রুম ইত্যাদি।

হ্যারির অফিসেই বসলাম। প্রথমেই আমার বাসস্থানের ব্যবস্থা করার প্রশ্ন। আমার স্ত্রী, সন্তানদের আপাতত আনব না বলে ক্যাম্পাস হাউজিংয়ের লিজ ডকুমেন্ট স্বাক্ষর করে পাঠাইনি। ফলে ক্যাম্পাসে অ্যাপার্টমেন্ট পাওয়ার সম্ভাবনা গেছে। আমার জন্য পালো আল্টো, মেনলো পার্কে একটি রুম খোঁজার জন্য হ্যারি বিভিন্ন স্থানে ফোন করতে লাগলেন। ছোট শহর পালো আল্টো, মেনলো পার্কে বাড়ি ভাড়া তুলনামূলকভাবে বেশি। সামারের ছুটি শেষে ছাত্ররা ক্যাম্পাসে ফিরে আসছে। বাড়ি ভাড়া বাড়ছে। ক্যাম্পাস হাউজিংয়ে সব ছাত্রের আবাসিক সংস্থান নেই। সেজন্য পালো আল্টো সহ আশপাশের ছোট ছোট শহরগুলোতে বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকে ছাত্ররা। হ্যারি বললেন, "তোমার যদি ফ্যামিলি আনার ইচ্ছে থাকে তাহলে আমরা এখনও ক্যাম্পাস হাউজিংয়ে ফ্যামিলি অ্যাপার্টমেন্টের জন্য চেষ্টা করতে পারি। সেশন শুরু হয়ে গেলে অ্যাপার্টমেন্ট পাবে না। তখন বাইরে দ্বিগুণ ভাড়া দিতে হবে। সাত-পাঁচ ভেবে হ্যারিকে অ্যাপার্টমেন্টের ব্যবস্থা করতে বললাম। আমার স্ত্রী-সন্তানদের ভিসাও করিয়ে এসেছি, যাতে আমার অনুপস্থিতিতে ওদের ঝামেলা না হয়। আমি টিকেট পাঠালেই চলে আসবে। অন্তর্বর্তী সময়টায় আমাকে ডরমিটরিতে থাকতে হবে। ঠিক হলো প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট র‍্যালি ওয়েনার আমাকে ডরমিটরিতে পৌঁছে দেবেন এবং হ্যারির বাড়িতে বিকেলে যে ওয়েলকাম পার্টি সেখানেও দিয়ে আসবেন।

এরপর হ্যারি আমাকে পাশের রুমে র‍্যালির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। এই ভদ্রমহিলাই আমার ফোন ধরেছিলেন। র‍্যালি ফেলোশিপ প্রোগ্রামের